মহিলাদের নামায

রচনা
মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

সম্পাদনায়
আব্দুল লতীফ বিন ফজর আলী আকন
গবেষক, লেখক

প্রকাশনায়

জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মহিলাদের নামায

রচনা ঃ

মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ
ডি, এইচ, (ফার্স্ট ক্লাস) মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ঢাকা,
কামিল (তাফসীর) ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

সম্পাদনা ঃ

আব্দুল লতীফ বিন ফজর আলী আকন, (গবেষক, লেখক)

অর্থায়নে ঃ আলহাজ্ব মোজাম্মেল হক্ব

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা - ১১০০

হাদিয়া ঃ ১৫/= (পনের টাকা মাত্র)

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ঃ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

প্রথমবার এ বইখানা প্রকাশকালে যে ভয়-ভীতি ও শঙ্কা মনে ছিল যে, বাজারে নামায শিক্ষার উপর এত বই রয়েছে যে, সেগুলির যদি একটি তালিকা করা হয় তবে তার সংখ্যা প্রায় শত ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু আল্লহর অপার অনুগ্রহে তারপর বাংলাদেশের আহলে হাদীস সমাজের পাঠকবৃন্দের সুদৃষ্টির ফলে বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পর এবার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। যে বই বাজারে বেশ পরিচিত লাভ করে তার জন্য যেমন লেখকের লাভ হয় তেমনি লোকসানও হয়। লাভ এই যে, বইয়ের কাটতি পূরণে আরেকবার ছাপাতে হয়। আর লোকসান হয় এক প্রকার অসাধু ব্যবসায়ীর দ্বারা যারা লেখকের বিনা অনুমতিতে বইটির নকল প্রকাশ করে। তাদের মনে এতটুকু ভয় হয় না যে, এতে একজন মুসলিমের হক্ব নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তার আমানতদারীর ক্ষতি হয়। আমার লিখিত মহিলাদের নামাযও এমনি ভাবে নকল আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেই প্রকাশ করুক তার উপর আমার দাবী অবশ্যই থাকবে যে, কেয়ামতের ময়দানে অবশ্যই এর জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণে যেমন আল্লাহ কে আল্লহ করে লেখা হয়েছিল তেমনি এবারের সংস্করণেও খানিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে শুধু (সা) ও (রা) হত। এবারে পুরোটাই লেখা হল। সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও রাজিআল্লহু আনহু। বইটি প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ব সাহেবকে ধন্যবাদ। আল্লহ তাঁকে উত্তম জাযায়ে খায়ের দান করুন। পাঠকবৃন্দের নিকট পৌঁছাতে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছেন তাদের খেদমত আল্লহর দরবারে গ্রহণীয় হোক। আগের সংস্করণগুলোর মত এবারেও পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রহণীয় হবে এ আশায় মহান আল্লহর দরবারে প্রার্থনা তিনি অবশ্যই আমার এ খেদমত কবুল করবেন এবং দো'জাহানে এ বইখানা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করবেন। –আমীন।

– মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

মোবাইল ঃ ০১১৯১১৯৬৩০০, ০১৯১৭৩৫৪৩২৩।

بسم الله الرحمن الرحيم

রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নামায সম্পর্কে পৃথক কোন নির্দেশ দেন নাই। নামায আদায় করার জন্য নারী-পুরুষ কারো জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করা হয় নাই,নামাযের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ অন্তরে নামাযের নিয়্যত করে 'আল্লহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা, দণ্ডায়মান অবস্থা, রুকু, রুকু হতে দণ্ডায়মান, সিজদাহ, তাশাহহুদ পড়ার সময় বসা, শেষ বৈঠকে বসা, নামায শেষে সালাম ফিরানো ইত্যাদি কার্যবিধিতে কোনই পার্থক্য নাই। যা পার্থক্য তা শুধু নামাযের বাইরেই বিদ্যমান–লেবাস সংক্রান্ত, আচরণ বিধি বিষয়ক বলে গণ্য।

وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة

মহিলা সাহাবী উম্মু দারদা রাজিআল্লহু আনহা তাঁর সলাত পুরুষের মত বসতেন (পুরুষের মত নামায আদায় করতেন) অথচ তিনি ছিলেন দ্বীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

– বুখারী শরীফ ১৮৩ অনুচ্ছেদ।

রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ থেকে এলে পরে জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম নিজে কা'বা গৃহের পাশে দু'দিন এসে (একদিন নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে দ্বিতীয় দিন নামাযের শেষ ওয়াক্তে) রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ম পদ্ধতি ইমামতি করে বাস্তবভাবে শিখিয়ে গেছেন আল্লহরই নির্দেশক্রমে। যেহেতু আল্লহই জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম মারফত রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায শিখিয়েছেন সে ক্ষেত্রে মত পার্থক্য হওয়ার কথা নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষের জন্য এ নমুনা শিখানো হয়েছে। আল্লহর নিয়ম পদ্ধতিতে কখনও কোন বৈপরিত্য পার্থক্য দেখা যাবে না। এ মর্মে আল্লহ বলেন – ولن تجد لسنة الله تبديلا –

আর আপনি আল্লহর নিয়ম-রীতিতে কখনও কোন পরিবর্তন পাবেন না।

– সূরা আহযাব ঃ ৬২।

এখানে জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম নারীদের নামাযের জন্য কোন পৃথক নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করেন নাই। রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বহু সাহাবীদের উপস্থিতিতে নামায কেমন করে আদায় করতে হয় বাস্তবভাবে রুকু, সিজদা ইত্যাদি করে দেখিয়েছেন। তারপর রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়তার সাথে জোড়ালো ভাষায় বললেন –

صلوا كما رأيتموني أصلي –

তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখ ঠিক সেভাবেই নামায আদায় কর।

– বুখারী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৯৫ পৃষ্ঠা ২৮৫।

এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লহ তা'আলা অথবা রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজকে নারী পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করে পার্থক্য করার বর্ণনা বা নির্দেশ দেন নাই তা পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে পার্থক্য না করেই পালন করতে হবে যেহেতু রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী পুরুষ সকলের জন্যই সমানভাবে অনুসরণ অনুকরণযোগ্য, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই নিশ্চয়ই। নামাযের ব্যাপারেও এ সত্য যথার্থই কার্যকর বলে গ্রহণ করতে হবে। তবে নামায সংক্রান্ত বিষয়ে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় তা তো নামাযের বাহিরের বলে বিবেচিত যেমন –

(ক) নামাযের জন্য মহিলা আযান দিবে না, কিন্তু পুরুষ আযান দিবে।

(খ) নামাযে মহিলা মাথা ঢেকে রাখবে পুরুষ না ঢাকলেও নামায হয়ে যাবে।

(গ) মহিলাদের পায়ের গোড়ালী না ঢাকলে নামায সিদ্ধ হয় না কিন্তু পুরুষের পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত খোলা রাখবে।

(ঘ) মহিলা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না কিন্তু পুরুষ নারী পুরুষ উভয়ের ইমামতি করতে পারবে। মহিলাগণ কিরআত উচ্চ স্বরে পড়বে না।

(ঙ) জামাতে মহিলাদের কাতার সর্বাবস্থায় পুরুষদের কাতারের পিছনে হবে।

(চ) পুরুষ ইমামতি করলে কাতারের আগে একাকী দাঁড়াবে (ওজর না থাকলে) কিন্তু মহিলা ইমাম হলে তাদের দাঁড়াতে হবে মহিলাদের কাতারের মধ্যখানে।

(ছ) যদি ইমাম ভুল করে তাহলে মহিলাদেরকে হাত তালি বা রানের উপর হাত মেরে সংকেত দিবে আর পুরুষকে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লহ বলার নির্দেশ রয়েছে।

(জ) তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষ চাদর/কম্বল ইত্যাদি হতে হাত বের করে হাত কাঁধ/ কান পর্যন্ত উঠাবে (ওজর না থাকলে) কিন্তু মহিলা চাদর/ওরনার ভিতর হতে কাঁধ/কান পর্য্যন্ত হাত উঠাবে নামাযের তাকবীরের সময়ও এরূপ করবে

(ঝ) মসজিদ হতে মহিলা নামায শেষেই (সালামান্তে) আগে বের হবে আর পুরুষ পরে বের হবে।

এ ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য পুরুষ মহিলাদের নামাযে নাই। তাই উপরোক্ত নিয়মগুলি সবার পালন করা কর্তব্য। যদিও সূরা, ক্বিরআত, তাকবীর, রুকু, সিজদার দু'আ ইত্যাদি যথারীতি পড়তে হবে। নারী পুরুষের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নামাযের তাকবীরে তাহরীমা, হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই; মহিলাদের নামাযে আমাদের দেশে যে পার্থক্য প্রচলিত আছে তা সহীহ হাদীস ভিত্তিক তো নয়ই, দলীল ভিত্তিকও নয় বরং কতগুলো যঈফ, নিতান্ত দুর্বল, বাতিল হাদীস এবং পরবর্তী লোক বিশেষের অসমর্থিত, মনগড়া লেখা বই হতে প্রচলিত হয়েছে। সহীহ সুন্নাত মোতাবেকই সমস্ত ধর্মীয় আমলগুলো পালন করতে হবে। সুন্নাতী নিয়ম পদ্ধতি বহির্ভূত যে কোন আমলই পরিত্যাজ্য, গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাতে ছওয়াবও হবে না বরং গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যাই হোক, অতি সংক্ষেপে নামাযের নিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং তা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই সমভাবে পালন করাই কর্তব্য। সহীহ হাদীস মোতাবেক বর্ণনা করা হলো।

(১) ভালভাবে ওজু করে নামাযের স্থানে কিবলামুখী হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে (যে নামায পড়বেন তা মনে মনে নিয়্যত/ খেয়াল করে) 'আল্লহু আকবার' বলার সাথে সাথে উভয় হাত কাঁধ/কান বরাবর উঠায়ে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে – (ক) উভয় হাতের তালু কিবলামুখী হবে, (খ) উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলো উর্দ্ধমুখী প্রসারিত হবে এবং অনধিক কান পর্য্যন্ত উঠাতে হবে, (গ) উভয় পা স্বাভাবিক ফাঁক রেখে উভয় পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ও পায়ের গোড়ালী সমান্তরাল করে সমস্ত আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে দাঁড়াতে হবে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলদ্বয়ের পরস্পর দূরত্বও গোড়ালীদ্বয়ের দূরত্ব সমান হতে হবে তাহলে ডান-বায়ের পায়ের আঙ্গুলগুলো ডানে বায়ে বাঁকা হবে না, স্বাভাবিকভাবেই কিবলামুখী হবে।

(২) তাকবীরে তাহরীমার পর বুকের উপর (বাম হাতের পিঠ, কব্জি রাহর উপর ডান হাত) হাত দু'খানা রাখতে হবে। এরূপ রাখাই সুন্নাত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে বুক হতে নাভীর উপর পর্য্যন্ত স্থানে রাখারও হাদীস আছে। তাকবীরে তাহরীমার পর নাভী বরাবর বা তার নীচে হাত বাঁধার সকল হাদীসগুলোই যঈফ বা নিতান্ত দুর্বল বা বাতিল।

বঙ্গানুবাদ " বেহেশতী জেওর" নবম মুদ্রণ ১৫৩ পৃষ্ঠায় লেখা - "তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া পুরুষ নাভীর নীচে হাত বাঁধিবে"- এ কথা সুন্নাত পরিপন্থী এবং অসমর্থিত ও সহীহ দলীল পরিপন্থী 'তাহতাবী' বইয়ের উদ্ধৃতিতে লেখা।

(৩) তাকবীরে তাহরীমার পর বুকের উপর হাত বেঁধে পড়তে হবে ছানা– 'সুবহানাকা' অথবা অন্য দুআ' যা সহীহ হাদীস দ্বারা বর্ণিত আছে। রসূলূল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পড়ে থাকতেন।

(৪) এরপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম .... পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জামাআতে নামাযে পড়ার সময় জাহেরী নামাযে (যে নামাযে কুরআন স্বরবে পড়া হয়) অর্থাৎ ফজরের ফরয দু'রাক'আত, মাগরিবের ফরয (প্রথম) দু'রাক'আত এশার (প্রথম) দু' রাক'আতএবং জুমআ'র ফরয দু' রাক'আতে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা সহ কুরআন পাঠ করতে হবে। শুধু ইমামের পাঠই মুসল্লীর পাঠ যথেষ্ঠ নয়। যেমনটি হানাফী ভাইগণ বলেন এবং তাদের পক্ষে এ আয়াতটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন ঃ

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون –

আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোনিবেশের সাথে তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক যেন তোমাদের উপর আল্লহর রহমত বর্ষিত হয়। – আ'রাফ ঃ ২০৪।

আর সিররী নামাযের সময় (যে নামাযে কুরআন নীরবে পাঠ করা হয়) সমস্ত মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরাও নীরবে অবশ্যই পড়তে হবে।

উবাদাহ ইবনু ছামিত রাজিআল্লহু আনহু বলেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ – لا صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب –

যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাযই হলো না।

– সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩০ হাদীস নং ৭১২।

জাবির রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ আমরা ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম। আর দ্বিতীয় দু' রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তাম।

– ইবনে মাযাহ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬, হাদীস নং ৬৯৪।

তাহলে সহীহ হাদীস ও যথার্থ নিয়ম অনুযায়ী এ মর্মে সকল মুক্তাদিগণকে জেহরী (প্রকাশ্য সূরা ফাতিহা পাঠ) নামাযে যথা ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাক'আত ও জুমুআতে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে এবং সির্‌রী নামাযে (মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ) অর্থাৎ যোহর, আসর, মাগরিবের শেষ রাক'আত এবং এশার দু' রাক'আতেও সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে নতুবা নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্মরতব্য – ইসলাম ধর্মীয় সহীহ কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে বা আমলের ব্যাপারে সহীহ সুন্নাতের বা সহীহ হাদীসের নির্দেশ, নিয়ম-পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও অথবা পাওয়া গেলেও যদি কেহ সুন্নাতের নির্দেশ পরীপন্থী কোন ইমামের বা আলেমের বা মৌলভী সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী ইবাদত বা আমল করে তা স্পষ্ট কুফরী, নিশ্চিত কঠিন গুনাহে লিপ্ত হওয়া সমতুল্য।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা সাধারণতঃ প্রায়ই লোকে বলে থাকে, 'তা হল পূর্ববর্তী প্রবীণ মৌলভী সাহেবগণ, আমাদের বাপ দাদারা কি ভুল করেছেন? তারা যেরূপ করেছেন আমরাও তা-ই করে যাব।' এ ধরণের কথাবার্তা তো আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের যুগে বিপথগামী কাফেররা বলে থাকতো। বর্তমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কুরআন-হাদীস, তাফসীর গ্রন্থ পাওয়ার সহজ সুবিধার যুগেও শিক্ষিত পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও যদি এমন কথা কেউ বলে অবশ্যই তা পরিতাপের বিষয়, মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। সহীহ সুন্নাতকে জানতে হবে, জানার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সেদিন কেউ কারও জন্য জবাবদিহি করবে না, কেউ কাউকে সাহায্য করবে না, প্রত্যেকে নিজেই তার কৃত কর্মের জন্য দায়ী হবে; তা শেষ বিচারের দিন।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে নামাযে সূরা ক্বিরআত ধীর স্থীর ভাবে মাখরাজ্ব ও তাজ্বউইদ অনুযায়ী পড়তে হবে, তাড়াহুড়া করে পড়া ঠিক নয়। এ মর্মে আল্লহ পরিস্কার ভাষায় নির্দেশ দেন এ বলে ঃ – ورتل القرآن ترتيلا

আর নামাযে কুরআন খুব স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে পাঠ করুন।

– সূরা আল-মুয্যাম্মিল ঃ ৪।

সূরা ক্বিরআত পড়ার সময় প্রত্যেক আয়াত অনুযায়ী ওয়াক্বফ বা বিরতি দিয়ে পড়তে হবে। উম্মে সালমা রাজিআল্লহু আনহা বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে ক্বিরআত পড়ার সময় কুরআনের আয়াতকে পৃথক পৃথক করে পড়তেন। (উদাহরণস্বরূপ) আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন পড়ে ওয়াক্বফ করতেন। তারপর আর রহমানির রাহিম পড়ে আবার বিরতি করতেন।

– বুখারী ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং ৪৬৭৩।

উপরোল্লিখিত কুরআন ও সহীহ হাদীস বর্ণনাকে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে নামাযে ক্বিরআত পড়ার সময়। কিন্তু আফসোস! রোযার মাসে খতম তারাবীহ নামায পড়ার সময় ভাড়া করা হাফিয/ইমাম সাহেবের কুরআন পড়ার গতি, অস্পষ্টতা ও তাড়াহুড়া অবলোকন করে। উল্লেখিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ পরিপন্থী নিয়মে তড়িৎগতিতে চুক্তিভিত্তিক হাফিয সাহেবেরা কোথাও ১৩/১৪দিনে কুরআন খতম দিয়ে অন্যত্র আবার এক খতম দেওয়ার চুক্তি করে ভাড়ায় কুরআন খতম দিয়ে থাকেন। এ হাফিয সাহেবদের অনুরোধ করছি সূরা বাক্বরার ১৭৪ নং আয়াতের অর্থ ভাল করে বুঝে নেয়ার জন্য। দয়া করে ভুলবেন না।

আল্লহ উত্তমরূপে ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন, আমাদের তাওবা কবুল করুন এবং যথাযথ সুন্নত অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নামাযে দণ্ডায়মান, রুকু, সিজদা, তাশাহহুদের বৈঠক, নামাযের শেষ বৈঠকে অর্থাৎ নামাযের সর্বাবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে। অন্য কোথাও দৃষ্টি নিবিষ্ট করা ঠিক নয়। শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লহ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মুখে নিয়্যত করা বিদআত

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, হাদীসের কিছু হাফেয বলেছেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ থেকে সহীহ এবং যঈফ কোন সনদে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নামায শুরু করার সময় বলতেন যে, আমি এইরূপ নামায পড়ছি। কোন সাহাবী ও তাবেঈ থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন কেবল তাকবীর দিতেন। তাই মুখে নিয়্যত পড়া বিদআত।

– ফতহুল ক্বদীর ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা, কাবীরী ২৫২ পৃষ্ঠা।

আল্লামা শামী হানাফী বলেন, হিলয়্যাহতে এতটা বাড়তি আছে যে, চার ইমাম থেকেও মুখে নিয়্যত পড়া প্রমাণিত নেই। – শামী, ১ম খণ্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বরী হানাফী বলেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ হাজার নামায পড়েছেন। তথাপি তার থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক নামাযের নিয়্যত করছি। তাঁর এই নিয্যত না করাটাই সুন্নাত। যেমন তাঁর কোন কাজ করাটা সুন্নাত।

– মিরক্বাত মিশকাতের ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

এ কারণেই হানাফী ফিক্বহের কোন গ্রন্থ যেমন হিদায়া, যা তাদের নিকট কুরআনের মত, শরহে বিক্বায়াহ, নুরূল ইযাহ, কুদুরী, ফাতহুল ক্বদীর, মারা-কিল ফালাহ, আলজওহারাতুন নাইয়েরাহ, দুররে মুখতার, রদ্দুল মোহতার, বাহরুর রায়েক মুনয়্যাতুল মুসাল্লী ও গুনয়্যাতুল মোস্তামলী, কানযুদ দাকায়েক, হাশিয়া তাহতাভী প্রভৃতিতে নামাযের নিয়্যত বিষয়ে কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না।

রফউ'ল ইয়াদাইন/ হাত তোলা

আব্দুল্লহ ইবনে উমার রাজিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি – তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন (তাকবীরে তাহরীমার পর) এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন তিনি

রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং سمع الله لمن حمده সামীআল্লহু লিমান হামিদাহ বলতেন তবে সিজদার সময় এরূপ তাকবীর তাহরীমা করতেন না। – সহীহ বুখারী ২/১২৭ হাদীস নং ৬৯৮,৬৯৯ ই,ফা, বা,।

উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লহ তাঁর জামে তিরমিযীর ১ম খণ্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ও ২৫৫ ও ২৫৬ নং হাদীসে উল্লেখ করে লিখেছেন – উমার রাজিআল্লহু আনহু, আলী রাজিআল্লহু আনহু ও আবু হোরায়রা রাজিআল্লহু আনহু সহ ১৪জন সাহাবী হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং আরও ৭জন সাহাবী ও ২১ জন তাবেঈ ঐ অভিমত সমর্থন করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের সকল হাদীসই সহীহ হওয়া সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত আলেম ও হাদীস বিশারদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

আব্দুল্লহ ইবনে মাসঊদ রাজিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদের বললেনঃ আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের সলাতের মত সলাত পড়বো? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে প্রথমবার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুলেন নাই। অর্থাৎ রফ‌উ'ল ইয়াদাইন করেন নাই।

– আবু দাউদ, তিরমিযী ১/২৪৫ হাদীস নং ২৫৭ ই,ফা, বা,।

উপরে উল্লেখিত তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড ২৪৫নং হাদীসের মতামত কলামে ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লহ হাদীস বিশারদ ও গবেষক আব্দুল্লহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লহর অভিমত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন– আব্দুল্লহ ইবনে মুবারক বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাজিআল্লহু আনহু এর সনদে বর্ণিত (রুকুর আগে ও পরে রফ‌উ'ল ইয়াদাইন) হাত তোলা সম্পর্কিত হাদীসটি প্রমাণিত ও সঠিক। কিন্তু প্রথমবার অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত অন্য স্থানে রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত তোলেননি বলে ইবনে মাসঊদ রাজিআল্লহু বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণিত নয়। আব্‌দ আল্‌ আমুলী রহিমাহুল্লাহ তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের উক্ত বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ তিনিও এ বক্তব্যকে সমর্থন করেন)।

উপরে উল্লেখিত আব্দুল্লহ ইবনে মাসঊদ রাজিআল্লহু আনহু বর্ণিত (রফ‌উ'ল ইয়াদাইন না করা সংক্রান্ত) হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লহ বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। – মিশকাত পৃষ্ঠা ৭৭।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট বিদ্যান মোল্লা আলী ক্বারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন – নামাযের রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে দু'হাত না তোলা সম্পর্কিত সব হাদীসই অগ্রহণযোগ্য। – মাউযুআ'তে কবীর পৃষ্ঠা ১১০।

বিশিষ্ট বিদ্যান আল্লামা আইনী হানাফী রহিমাহুল্লহ রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে দু'হাত তোলার (রফউ'ল ইয়াদাইন) ব্যাপারে ইমামে আযম আবু হানীফা রহিমাহুল্লহ সম্পর্কে লিখেছেন– ইমাম আবু হানীফা বলেছেন – রফউ'ল ইয়াদাইন না করলে গুনাহ হবে। – ওমদাতুল ক্বারী ৫/২৭২ পৃষ্ঠা।

এ বর্ণনায় বুঝা যায় ইমাম আবু হানীফা নিজেও রফউ'ল ইয়াদাইন করতেন। অথচ পরবর্তী সময়ে হানাফী মাযহাবে রফউ'ল ইয়াদাইন না করার নতুন নিয়ম প্রচলন করা হয়। মোহাদ্দেছে হিন্দ বিশিষ্ট বিদ্যান আল্লাম শাহ ওয়ালিউল্লহ মুহাদ্দেস দেহলভী রহিমাহুল্লহ বলেন– নামাযে রুকুর আগে ও রুকুর পরে দু'হাত না-তোলার চেয়ে হাত তোলাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কারণ রফউ'ল ইয়াদাইনের হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশী এবং বিশুদ্ধতায় অধিক প্রমাণিত।

– হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ২য় খণ্ড, ১০.পৃষ্ঠা।

খুলাফায়ে রাশেদীন আবু বকর রাজিআল্লহু আনহু, উমার ইবনে খাত্তাব রাজিআল্লহু আনহু, ওসমান বিন আফফান রাজিআল্লহু আনহু ও আলী বিন আবি তালিব রাজিআল্লহু আনহুসহ আশারা মুবাশশারীন এবং অধিকাংশ সাহাবীগণ রুকু'র আগে ও পরে রফউ'ল ইয়াদাইন বা কাঁধ/কান বরাবর উভয় হাত উঠাতেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। উভয় হাত উঠানোর হাদীস সহীহ সনদে প্রমাণিত বিধায় এর স্বপক্ষে বড় বড় সাহাবীবৃন্দের বাস্তব আমল নিশ্চিত। সুতরাং রুকুর আগে ও পরে উভয় হাত কাঁধ/কান বরাবর উঠানো সুন্নাত। একটি সুন্নাত কাজ ইবাদতের মধ্যে অনুসরণ করলে ছওয়াব হবে, না করলে ছওয়াব হবে না। যারা রফউ'ল ইয়াদাইন করেন তারা শাফেঈ মাযহাবের লোক আর যারা রফউ'ল ইয়াদাইন করেন না তারা হানাফী মাযহাবের লোক এমন ধ্যান ধারনা বা মনে করা নিতান্তই অর্বাচীনতার লক্ষণ। এ ধরণের চিন্তাধারা মাযহাবী কুসংস্কার ও মূর্খতাও বটে। হাত না উঠালে গুনাহ হবে না বরং নামাযের ক্ষতি হবে।

আল্লামা আইনী হানাফী রহিমাহুল্লহু বর্ণনা করেন, ইবনে উমর রাজিআল্লহু আনহু বলেছেন – রফউ'ল ইয়াদাইন (নামাযে রুকুর আগে ও পরে দু'হাত কাঁধ/কান পর্য্যন্ত উঠানো) হলো নামাযের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি অন্যতম শোভা। এতে প্রত্যেকবার রফউ'ল ইয়াদাইন করার বিনিময়ে লেখা হয় ১০ (দশ) নেকী।

– ওমদাতুল ক্বরী, ৫/২৭২ পৃষ্ঠা।

তাবে তাবেঈন রবীয় রহিমাহুল্লহ ইমাম শাফেঈকে জিজ্ঞেস করেছিলেন – রফউ'ল ইয়াদাইন এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলেন– এ হলো আল্লহর সম্মান ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ। (ঐ)

হাত কোথায় বাঁধতে হবে

সহীহ হাদীস অনুযায়ী হাত বুকে বাঁধতে হবে। নারী হোক বা পুরুষ। ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাজিআল্লহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাঁর ডান হাতটি বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর হাত বাঁধেন। – ইবনে খুযাইমাহ ১ম খণ্ড, ২৪৩পৃষ্ঠা, বুলুগুল মারাম ২০ পৃষ্ঠা।

এ ছাড়াও বুকের উপর হাত বাঁধার চারটি হাদীস পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের মহাবিদ্বান আল্লামা আইনী বলেন, নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীসটির সনদ রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ নয়। এটা আলী রাজিআল্লহু আনহুর উক্তি এবং আলী থেকে ঐ বর্ণনার সূত্রের মধ্যেও গোলমাল রয়েছে। কারণ ঐ সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক্ব কুফী রয়েছে, যাকে ইমাম আহমদ বলেন, লোকটি একেবারে বাজে, এবং অস্বীকৃত। – ওমদাতুল ক্বারী, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী রহিমাহুল্লহ বলেন, ইমাম নববী বলেছেন, আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ হবার ব্যাপারে সবাই একমত। – ফতহুল ক্বদীর ১ম খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা।

ঐ হেদায়ারই আরেক ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আব্দুল হাঈ লখনভী হানাফী বলেন, ঐ হাদীসটি দোষে পরিপূর্ণ যা যঈফ হবার কারণে ওয়ায়েল ইবনে হুজর বর্ণিত (বুকে হাত বাঁধা) হাদীসের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যান যোগ্য। – হেদায়া ১/৮৬ পৃষ্ঠা।

তাহলে আমার প্রশ্ন, যে সমস্ত হানাফী ভাইয়েরা নাভীর নীচে হাত বাঁধেন এবং বাঁধতে নির্দেশ দেন তাদের কাছে হেদায়ার মূল্য কতটুকু বা তারা হেদায়াকে কতটুকু সম্মান করেন। তারাই তো এই কিতাবের প্রথমে লিখেছেন ঃ

ان الهداية كالقرآن - নিশ্চয়ই হেদায়া কুরআনের মত।

রুকু ঃ

রুকুতে ঘার, পিঠ ও কোমর সমান্তরাল রাখতে হবে, মাথা উচুঁতে রাখবেন না নীচুও রাখবেন না বরং মাঝামাঝি রাখবেন রুকু সিজদায় পিঠকে সোজা সমান্তরাল

রাখা জরুরী। আবু মাসউদ রাজিআল্লহু আনহু বর্ণিত রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের রুকু ও সিজদার সময় পিঠকে সোজা (সমান্তরাল) রাখবে না তার নামায হবে না।

– সুনানে ইবনে মাযাহ ১/২৬৩ পৃষ্ঠা হাদীস নং ৭১৭।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীস মোতাবেক রুকু ও সিজদাহ শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে যেন প্রশান্তি আসে এবং স্থীর অবস্থার একটু সময় অবস্থান করবেন। রুকুর তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

সুবহানা রাব্বিয়াল আযিইম পড়বেন। আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদায় (তাসবীহ পড়ার পরে) অধিকাংশ সময় এ দোয়া' পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

হে আল্লহ, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের প্রতিপালক এবং সমস্ত প্রশংসা শুধু তোমারই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। – বুখারী, মুসলিম।

যখন রুকু করবেন তখন দু'হাতের দ্বারা সোজা পায়ের হাঁটুদ্বয়কে হাতের মুঠোয় খোলা আঙ্গুল দিয়ে ধারণ করতে হবে, সম্পূর্ণ হাতকে তীরের মত সোজা রাখতে হবে এবং হাতকে অন্য অংশে লাগতে দেয়া যাবে না। এ হলো রুকুর পূর্ণতা।

[বেহেশ্তী জেওর ৯ম মুদ্রণ ২য় খণ্ড পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য অনুচ্ছেদে ১৫৪ পৃষ্ঠায় লেখা ... স্ত্রীলোক (রুকুর অবস্থায়) কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে – মারাকী। এ সম্পর্কে পরে আরও বর্ণনা আছে।]

বেহেশতী জেওর যে মারাকী গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছে, এ মারাকী কিতাবখানা নিতান্তই নিম্নমানের বই। পথভ্রষ্ট লেখকের – বা ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছা উক্তি বিশিষ্ট লেখা এ বই। এ বই কোন দলীল গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করাও ঠিক নয়। স্ত্রী লোক (রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে) এ নিয়ম সুন্নাত পরিপন্থী। নামাযের সময় রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সাথে মিলায়ে রাখা মাকরূহ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ বহির্ভূত কাজ বিধায় বিদয়াতের পর্যায়ভূক্ত। অতএব কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখার নিয়মকে পরিত্যাজ্য বলে জানতে হবে।

ক্বিয়াম – রুকু হতে দাঁড়ান

রুকুর পূর্ণতান্তে سمع الله لمن حمده 'সামিঈ' আল্লহু লিমানহামিদাহ' বলে সোজা খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়ানোর সময় রব্বানা লাকাল হামদ বলতে হবে। রুকুর পরে ক্বিয়াম অবস্থায় দু'আ পড়া যায়।

রিফাআহ ইবনু রাফে যুরাকী রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় সামি' আল্লহু লিমান হামিদাহ' বললে পিছন থেকে এক লোক উচ্চ স্বরে বলে উঠলো – রব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাছিরন ত্বয়্যেবান মুবারাকান ফীহ'। নামায শেষে রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– কে এ কথাগুলো বলছিল? লোকটি বললো, আমি বলেছি। তারপর রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন – আমি ত্রিশ জনেরও বেশী ফিরিশতাকে দেখলাম একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে এ দু'আ এর ছওয়াব আগে ভাগে লেখার জন্য। – বুখারী ১/৭৫৫।

সিজদাহ

রুকুর পরে দাঁড়িয়ে এ দু'আ পড়ায় ছওয়াব প্রচুর এবং সকলের পড়া উচিৎ। এরপর সিজদার জন্য সামনে ঝুঁকে গিয়ে মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে দু'হাতকে রাখতে হবে। আবু হুরায়রা রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন এমনভাবে বসবে না যেভাবে উট বসে, বরং দু'হাতকে হাঁটুর পূর্বে (মাটিতে) রাখবে।

– আবু দাউদ ১ম খণ্ড হাদীস নং ৮৪০।

সাহাবী বারা রাজিআল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি সিজদাহ করবে তখন তোমার দু'হাতের তালু (মাটিতে) রাখবে এবং দু'কনুই (ভূমি হতে) উঠিয়ে রাখবে।

– সহীহ মুসলিম ২ খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬৮, হাদীস নং ৯৮৫ ই,ফা, বা,।

সাধারণতঃ লোকদেরকে দেখা যায় সিজদার সময় দু'হাতের তালু ভূমিতে না রেখে, আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে মিলিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না রেখে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ও কব্জির অগ্রভাগ মাটিতে রাখে যা নির্দেশ পরিপন্থী। সিজদার সময় দু'হাতের তালু, আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করে পরস্পর মিলিয়ে সোজা কিবলার দিক

করে ভূমির সাথে মিশিয়ে রাখতে হবে। সহীহ্ হাদীসে এরূপই বর্ণনা করা হয়েছে। সিজদায় দু'হাতকে পাঁজর, উরু, পেট ও মাটি হতে পৃথক বা দূরে রাখতে হবে। উম্মুল মু'মিনিন মায়মুনা রাজিআল্লহু আনহা বলেন ঃ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদাহ করতেন তখন কোন মেষ শাবক ইচ্ছা করলে তার দু'হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারত।

– বোখারী, মুসলিম ২ খণ্ড হাদীস নং ৯৮৮, ই,ফা, বা,।

সিজদায় পা দ্বয় খাড়া রাখা, পায়ের গোড়ালী মিলিয়ে রাখা এবং আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে মুড়িয়ে রাখা সুন্নাত।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা বলেন ঃ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমার সাথে বিছানায় ছিলেন। রাত্রে তাঁকে বিছানায় না পেয়ে হাত দিয়ে তালাশ করছিলাম। তখন আমার হাত রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের সাথে লাগলো। তিনি সিজদারত ছিলেন এবং পা দু'খানা খাড়া ছিল

– মুসলিম হাদীস নং ৯৮৮

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা বলেন ঃ অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সিজদা অবস্থায় পেলাম, তাঁর পায়ের গোড়ালীদ্বয় পরস্পর মিলানো ছিল এবং আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী ছিল।

– সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ।

সিজদায় গিয়ে সিজদাহর তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلَى

সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়তে হবে ৩/৫/৭/৯ বার যার যা তাওফীক্ব হয়। এরপর অন্য দু'আ পড়া যায় যেমন রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদায় বেশী বেশী এই দু'আ পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

সুবহানাকা আল্লহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লহুম্মাগফির্‌লী।

অতঃপর আল্লহু আকবার বলে মাথা উঠিয়ে শান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবেন। বসার নিয়ম হলো – ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে ডান পা খাঁড়া রাখতে হবে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবেন, ডান ও বাম হাতদ্বয় যথাক্রমে ডান-বাম উরুর উপর স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। সিজদার মধ্যে দু'আ পড়া উত্তম। আব্দুল্লহ

ইবনে আব্বাস রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' সিজদার মাঝে এ দু'আ পড়তেন –

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মাগফিরলী ওয়ার্হামনী ওয়া'ফিনী ওয়াহ্দিনী ওয়ার্ঝুক্বনী।

হে আল্লহ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি অনুগ্রহ/দয়া কর, আমার জীবনে নিরাপত্তা দান কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং উত্তম রিযিক দান কর।

– আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ।

অতঃপর আল্লহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে, তাসবীহ পড়তে হবে এবং সম্ভব হলে মুস্তাহাব দু'আ পড়বেন। তারপর আল্লহু আকবার বলে মাটিতে ঠেস দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। দ্বিতীয় রাক'আতে ও প্রথম রাক'আতের মত পড়বেন তবে দ্বিতীয় রাক'আত এবং পরবর্তী রাক'আতের শুরুতে প্রথম রাক'আতের মত দু'আ (ছানা) ও আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে না।

দ্বিতীয় রাকআতের সিজদার পর তাশাহহুদ/আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতে হবে এবং ডান পা খাড়া রেখে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতে হবে। হাত দু'খানা ডান -বাম উরুর উপর রাখতে হবে। তখন তর্জনী আঙ্গুল প্রসারিত করে ইশারা করার নিয়ম আছে যদি কেউ ইচ্ছা করে। ইশারার পদ্ধতি হলো – ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল প্রসারিত করে বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যাঙ্গুলির অগ্রভাবে লাগিয়ে গোলাকার বানিয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুষ্ঠিবদ্ধ করে ধীরে নাড়াতে (উচুঁ নীচু করে) হবে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত/ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার শুরু থেকে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্য্যন্ত।

আব্দুল্লহ ইবনে যুবায়ের রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান উরুর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন আর তর্জনী আঙ্গুল প্রসারিত করে ইশারা করতে থাকতেন তখন বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যাঙ্গুলীর উপর থাকতো। আর বাম হাতের তালূ দিয়ে বাম হাটুকে আবৃত করে রাখতেন।

– মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০, হাদীস নং ১১৮৪।

আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ হলেই উঠে দাঁড়াতে হবে 'আল্লহু আকবার' বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য এবং রফউ'ল ইয়াদাইন করতে হবে (কাঁধ বরাবর হাত উঠাতে হবে) বুকের উপর হাত বাঁধার পূর্বে। নাফি রাজিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনে

উমার রাজিআল্লহু আনহু যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন। এরপর যখন ঃ সামিআল্লহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখন দু'হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন। আর দু'রাক'আত আদায়ের পর যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন। ইবনে উমার রাজিআল্লহু আনহু বলেন – এ সমস্তই রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত।

– মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯, হাদীস নং ৭০১।

আবু হুমায়েদ আস-সায়েদী রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু'রাক'আতে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখন "আল্লহু আকবার" বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময় উঠাতেন।

– সহীহ সুনানে আবি দাউদ ১/২১২,হাদীস নং ৭২৯।

এভাবে যথারীতি ৩য় বা ৪র্থ রাকআ'তে নামায আদায় করতে হবে। কিন্তু শেষ বৈঠকে বসার নিয়মে সামান্য পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে সহীহ হাদীস মোতাবেক। আবু হুমায়েদ সায়েদী রাজিআল্লহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাকআতে (তাশাহহুদ পড়ার জন্য) বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসতেন ডান পা খাঁড়া রাখতেন। আর যখন শেষ ৩য় বা ৪র্থ রাকআতের নামাযের শেষ রাকআতে বসতেন তখন বাম পা (ডান পায়ের নীচ দিয়ে) বিছিয়ে দিতেন এবঙ নিতম্বের উপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন (ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়ে থাকতো।

– সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৫৫ হাদীস নং ৭৮২।

তারপর মনে প্রশান্তিতে আত্তাহিয়্যাতু,দরুদ, দুয়া'য়ে মাসুরা পড়ে ডান বামে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করতে হবে। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু দরুদ পড়ার পর সহীহ হাদীস মোতাবেক নির্বাচিত দুয়া' পড়াই উত্তম। নিদেন পক্ষে পড়ার জন্য দু'টি দুয়া' লিখে দিলাম।

(ক) একদা আবু বাকর সিদ্দীক রাজিআল্লহু আনহু রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করে বললেন ঃ হে আল্লহর রসূল! আমাকে একটি দুআ' শিক্ষা দিন যা আমি নামাযে পড়তে চাই। রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ দুআ' শিক্ষা দিলেন (যা নামাযের শেষ রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদের পর পড়া হয়)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ –

আল্লহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরন ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা ফাগ্ইফির্লী মাগ্ফিরাতাম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহীম।

হে আল্লহ! আমি আমার নিজের নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। অতএব হে আল্লহ! দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি অতি দয়ালু ও অধিক ক্ষমাকারী।

– সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৮, হাদীস নং ৭৮৭।

(খ) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা বলেন ঃ রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে (তাশাহহুদ ও দরূদের পরে) এ দুয়া' পড়তেন –

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ –

আল্লহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযাবিল ক্বরি ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালি ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি। আল্লহুম্মা ইন্নি আউ'যুবিকা মিনাল মাঃছামি ওয়াল মাগরম।

হে আল্লহ! আমি ক্বরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, মাসিহি দাজ্জালের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, জীবন- মরণের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, হে আল্লহ! আমি ঋণের বোঝা ও (সার্বিক) পাপাচার হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

– সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭, হাদীস নং ৭৮৬।

একদা এক বেদুঈন মহিলা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাজিআল্লহু আনহার সাক্ষাত করতে এসে তাঁকে না পেয়ে ফেরার পথে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাজিআল্লহু আনহার কাছে গিয়ে মহিলাদের নামায সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ নামায আদায়ের নিয়ম পদ্ধতি ব্যাপারে মহিলাদের পৃথক কোন নিয়মের কথা আমাদিগকে বলা হতো না তবে রুকুতে, রুকু বাদ দাঁড়িয়ে দু'সিজদার মাঝে বসে একটু সময় অবস্থান করতে বলা হতো। নামাযে তাড়াহুড়া না করে ধীর স্থীর শান্তভাবে আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাজিআল্লহু আনহা ও বেদুঈন মহিলার আলোচনায় এটা স্পষ্ট পরিস্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, পুরুষ মহিলার নামায আদায়ের নিয়মে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আর রুকু, দণ্ডায়মান অবস্থা ও সিজদায় শান্তভাবে একটু সময় অবস্থান বিষয়ে অন্যান্য সহীহ হাদীসেও বর্ণনা আছে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাজিআল্লহু আনহা হাফসা বিনতে উমার রাজিআল্লহু আনহা, মায়মুনা রাজিআল্লহু আনহা ও দ্বীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী উম্মু দারদা রাজিআল্লহু আনহা (বুখারী ভাষ্যানুযায়ী) এরা পুরুষদের মত নামায আদায় করতেন সুন্নাতী নির্দেশ মোতাবেক। অতএব এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, মহিলাদের নামাযও পুরুষদের মতই আদায় করতে হবে।

মক্কা মদীনায় মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন্নবীতেও বহুবার বিশেষ খেয়াল করে দেখেছি। আরাফাতের ময়দানেও লক্ষ্য করেছি আরবী মহিলারা পুরুষের মতই স্বাভাবিকভাবে নামায আদায় করে থাকেন, আমাদের দেশের মহিলাদের মত অদ্ভূত ভঙ্গিতে নামায পড়েন না। মহিলাদেরকে অবমূল্যায়ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও আমাদের অনেক দাদী, নানী, মা, খালাগণ অদ্ভূত ভঙ্গিতে নামায পড়েন বা কখনও তা সহীহ সুন্নাত না জেনে শিক্ষা দিয়েছেন। ২/৪ খানা নিতান্ত নিম্ন মানের বই পড়ে ও ডজন খানেক ফার্সী বয়ান কণ্ঠস্থ করে সমাজের কোন কোন লোক জবরদস্ত আলেম সেজেছেন, মৌলভী সাহেব বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের সুন্নাত পরিপন্থী নামায শিক্ষা দেয়ার ধরণটাই ছিল ত্রুটিযুক্ত।

এমন নিম্নমানের একখানা কিতাব হলো মারাকী। বহু লোকে এ অসমর্থিত বই "মারাকীর" উদ্ধৃতি দিয়ে বেশ কিছু অনাচার বা সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত, আমল সংক্রান্ত বিদয়া'ত সমাজে প্রচলন ঘটিয়েছে। বেহেশতী জেওর নবম মুদ্রণ ২য় খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত মারাকী বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে অনুবাদক লিখেছেন – (নামাযের সময় মহিলারা) [**"রুকুর অবস্থায় স্ত্রীলোক কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে– সিজদায় স্ত্রীলোক পেট রানের সঙ্গে এবং বাজু বগলের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে, কনুই মাটির সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে, উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে। বসার সময় স্ত্রীলোক – উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিবে এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রখিবে।"**]

বেহেশতী জেওরে বর্ণিত নিয়মে মহিলাদের নামায পড়া বিষয়ে বেহেশতী জেওর এর লেখকের এবং তা সমর্থনকারী মোল্লাদের চ্যালেঞ্জ করে বলছি – যদি তারা (তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মধ্যস্ত কমা অনুযায়ী) মহিলাদের এ অদ্ভূত নামায পড়ার

সহীহ হাদীস দেখাতে পারেন তা হলে যে কোন শাস্তি নির্বিবাদে মেনে নেবো। ইনশাআল্লাহ দেখাতে পারবেন না। সুতরাং মহিলাদের নামায উপরে বর্ণিত সুন্নাতী পদ্ধতিতেই পড়া বাঞ্ছনীয় এবং পুরুষদের ক্ষেত্রেও তদ্রুপ।

উপরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে --- ইনভার্টেড কমা মধ্যস্থ সমস্ত নিয়মই সুন্নাত পরিপন্থী। মহিলাদের নামাযের ক্ষেত্রে এ হেন অদ্ভূত, মনগড়া নিয়ম কানুন প্রচলন করার অধিকার কারও নাই। উপরের ৩য় বন্ধনী মধ্যস্থ নিয়ম নিশ্চয়ই সুন্নাত পরিপন্থী বিধায় ঐ অদ্ভূত নিয়মে নামায পড়া স্পষ্ট বিদ'আত। বিদ'আতের পরিণাম বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

মহিলাদের নামাযের ব্যাপারে উপরে তৃতীয় বন্ধনী মধ্যস্থ বর্ণিত কথাগুলো কোন সহীহ হাদীস, হাসান হাদীস বা কোন সমর্থন যোগ্য হাদীসে নিশ্চয়ই নাই। আর যদি কোথাও বর্ণিত হয়ে থাকে তবে তা যঈফ, দুর্বল হাদীস বলে গণ্য বিধায় প্রত্যাখ্যান যোগ্য পরিত্যাজ্য।

বিশেষ জ্ঞানী হুযায়ফাহ রাজিআল্লহু আনহু এর নামকরা আসারটি এখানে উল্লেখ করে এ অনুচেছদ শেষ করছি। হুযায়ফাহ একদিন এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে ব্যক্তি নামাযে রুকু, সিজদা, ক্বিয়ামের পরিপূর্ণতা (যথার্থতা) পালন করছে না। উক্ত ব্যক্তির নামায শেষ হলে তাকে হুযায়ফাহ রাজিআল্লহু আনহু বলেন ঃ তুমি তো নামায পড়নি (অর্থাৎ তোমার নামায হয়নি) এ রকম নামায পড়ে যদি তুমি মৃত্যু মুখে পতিত হও তা হলে তোমার মৃত্যু রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতির উপর হবে না। – সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা হাদীস নং ৭৬৩।

এ আসার (হাদীস) পর্যালোচনা করলে এর গুরুত্ব বিচার করলে বুঝা যায় যে, সুন্নাতের নিয়ম বহির্ভূত, সুন্নাত পরিপন্থী নামায পড়লে সে নামায যথার্থ হবে না, যে-ই সুন্নাত পরিপন্থী নামায পড়বে সে ইসলামের ফিতরতের উপর (ফিতরত অর্থ প্রকৃতি) থাকছে না। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সেই পদ্ধতি, নিয়ম অনুসরণ করা যা রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা, কাজ ও সম্মতি দ্বারা প্রকাশ করেছেন (সহীহ সনদে বর্ণিত)। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদত বিষয়ে রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত সুন্নাতকেই অনুসরণ করতে হবে অন্য কাউকে নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বকীয় মতামত বা নির্দেশ ধর্মীয় ক্ষেত্রে বা ইবাদত সংক্রান্ত আমলের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা পরিত্যাগ করতে হবে যদি তা যথার্থ সুন্নাত মোতাবেক না হয় বা সুন্নাত পরিপন্থী হয়। ঐ ব্যক্তি বিশেষ সমাজে যতই প্রতিষ্ঠালব্ধ বা খ্যাতিমান বা তথাকথিত পীর-গাউস- কুতুব যিনিই হউন না কেন তা বিবেচ্য নয়।

ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করে কুরআন-সহীহ হাদীসের নির্দেশের উপর

দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করার উপর। সমাজের প্রচলিত রেওয়াজ (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) যতই জাঁকজমক বা প্রচুর ছওয়াবের বলে মনে করা হোক না কেন তা যদি সহীহ সুন্নাত মোতাবেক না হয় বা সুন্নাতের নির্দেশের বহির্ভূত হয় তা উদার ও দৃঢ় মনে প্রত্যাখ্যান করাও ঈমানের অংগ ও ঈমানের দৃঢ়তা।

সত্যের পথযাত্রী ও ঈমানদারদের সংখ্যা সর্বদাই লঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধর্মীয় আমল বিধি অনুসরণের মানদণ্ড নয়। কুরআন-সহীহ হাদীসের ধ্বজাধারী লোক সংখ্যা সমাজে কমই বলে মনে হয়। আর ধর্মাচারে 'পাছে লোকে কিছু বলে' এ ভয়ে অনাচার লোকাচার বৃদ্ধি পেয়ে সুন্নাত ধুল্যবলুণ্ঠিত হয়। ফলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

আল্লহ সকলকে দৃঢ়তার সাথে সহীহ সুন্নাত মোতাবেক নামায ও অন্যান্য সকল ইবাদত পালন করার তৌফিক দান করুন। – আমীন

চ্যালেঞ্জ

এমন কোন সহীহ হাদীস কোন সাহাবী বর্ণনা করেন নাই যা নিজে হাদীস অনুযায়ী আমল বা কাজ করেন নাই। যেরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন তদ্রূপই আমল করেছেন। এ নামায অনুচ্ছেদে সিজদার অংশে উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা রাজিআল্লহু আনহা ও আয়েশা রাজিআল্লহু আনহার বর্ণিত সহীহ হাদীস কয়টি একটু নিগুঢ়ভাবে চিন্তা করলে এ সত্য প্রতিভাত হবে যে– মহিলাদের নামাযের সিজদার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান পুরুষের সিজদাহর মতই– মহিলা-পুরুষদের সিজদায় কোন পার্থক্য করা হয় নাই। উক্ত বর্ণিত সহীহ হাদীস তো পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য সমভাবে অনুসরণীয়।

আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবদেরকে অনুরোধ করে বলছি যে, মহিলাদের নামাযের সময় রুকু সিজদা ও শেষ বৈঠকের (বিশেষ করে অদ্ভূত আকারের সিজদা) ক্ষেত্রে পুরুষদের রুকু সিজদা ও শেষ বৈঠকে হতে পার্থক্য ও অভিনব–অদ্ভুত সমর্থনে একটা সহীহ হাদীস উপস্থাপন করুন। ইনশাআল্লহ, সহীহ হাদীস দেখাতে পারবেন না। যদি বা উপস্থিত করা হয় তা হবে যঈফ (দ্বঈফ) মাওযু বা মুনকার হাদীস যা বিদ্বান ব্যক্তিগণ অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

কল্যাণের স্বার্থে সকলেরই উচিৎ সহীহ হাদীস মোতাবেক নামায আদায় করা এবং অন্যান্য সকল ইবাদত করা। আল্লহ আমাদিগকে উত্তম তাওফীক্ব দান করুন। – আমীন।

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আমল যোগ্য হাদীস – নামায সংক্রান্ত

(১) আবু মাসউদ আল-আনসারী আল-বাদরী রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রুকু ও সিজদার সময় যদি কেউ তার পিঠ স্থির না রাখে তবে তার সলাত (নামায) হবে না।

– তিরমিযী ১ম খণ্ড হাদীস নং - ২৬৫, হাদীসটি সহীহ।

(২) তাল্ক্ব ইবনে আলী রাজিআল্লহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লহ তা'আলা সেই বান্দার নামাযের প্রতি সুনজর করেন না, যে ব্যক্তি নামাযের রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা রাখে না।

– আহমদ, মিশকাত ২/৩৯৮. হাদীস নং ৮৪৪।

(৩) বারা বিন আযিব রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযে রুকু, রুকু থেকে দাঁড়ানো, সিজদাহ এবং সিজদাহ থেকে উঠে বসা প্রায় সমান সমান ছিল(কিছু সময় অবস্থান)।

– তিরমিযী, ১/২৬৩, হাদীস নং ২৭৯, সনদ সহীহ।

(৪) সাহাবী হুলব রাজিআল্লহু আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে দেখেছি এবং তাঁর হাতকে বুকের উপর বাঁধতে দেখেছি। – মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬।

(৫) আবু হুরায়রা রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলূল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সিজদাতেই বান্দা আপন প্রভূর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তখন বেশী বেশী দু'আ করবে। – সহীহ মুসলিম।

(৬) সাহাবী বারা রাজিআল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সলাতে (নামাযে) ক্বিরআত পড়ার জন্য দাঁড়ানো ও তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা অবস্থায় ছাড়া রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুকু- সিজদায়, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দু'সিজদাহর মধ্যবর্তী সময় (কিছু সময় স্থীর অবস্থায় থাকতেন) এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।

– বুখারী ২/১৫৯, হাদীস নং ৭৫৩, আরও দেখুন বুখারী ৭৬১ নং হাদীস।

(৭) যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে রুকু সিজদা করেনি (ধীর স্থীর অবস্থা অবলম্বন করেনি) তাকে পুনরায় নামায আদায় করার জন্য রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। – বুখারী হাদীস নং ৭৫৪,৭৮০।

(৮) ইবনে উমার রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সুব্‌হে সাদিকের নামাযের ইক্বামত হয়ে যায় তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায (পড়তে) নাই। – তিরমিযী ২/১৮৩, হাদীস নং ৪১২।

(১০) সাহাবী ক্বয়েস রাজিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একদা (ফজরের নামায পড়ার জন্য) রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। ইতিমধ্যে ইক্বামত দেয়া হচ্ছে। আমিও রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষে তিনি আমাকে সলাত পড়া অবস্থায় দেখেন। রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে ক্বয়েস! একই সময় দু'সলাত পড়ছো? সলাত শেষে সালাম ফিরিয়ে আমি বললাম, হে আল্লহর রসূল! আমি ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়তে পারিনি (তাই আদায় করলাম)। রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে অসুবিধা নাই।

– তিরমিযী ২/১৮৫ হাদীস নং ৪২২।

এ হাদীস অনুযায়ী ফজরের ফরযের পরও সুন্নাত পড়া জায়েজ। ফজরের পূর্বে এ দু'রাকআ'ত সুন্নাত আদায় করা না গেলে সূর্য উঠার পর আদায় করারও নির্দেশ রয়েছে। – দেখুন তিরমিযী ২/১৮৮, হাদীস নং ৪২৩।

অনেক মুসল্লীকে দেখা যায় নামায বেশ তাড়াতাড়ি করে আদায় করে থাকেন। নামাযের মধ্যে বিশেষ করে রুকু, সিজদা, রুকুর পরে উঠে দাঁড়িয়ে, দু'সিজদার মধ্যে বসে ধীর স্থীরতার গুরুত্ব না দিয়ে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেন। তাড়াহুড়া করা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। অনেকে মুখে রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি গভীর ভালবাসা আছে বলে প্রকাশ করে থাকে কিন্তু রসূলুল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের নির্দেশকে উপেক্ষা করে কোন ইমাম, প্রতিষ্ঠালব্ধ আলেম বা ব্যক্তি বিশেষের কথা বা নির্দেশকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত পরিপন্থী ইবাদত বা আমল করতে দ্বিধা করে না। এ অবস্থা 'রসূলের প্রতি মোহাব্বত' ধর্মীয় মূল্য বোধের অবক্ষয়। সহীহ হাদীস/ সুন্নাতকে যথাযথ অনুসরণ অনুকরণ করাই প্রকৃত রসূল প্রীতি, রসূলের প্রতি মহব্বত, শ্রদ্ধা এবং বেশী বেশী দরূদ পাঠও রসুলূল্লহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মোহাব্বতের নিদর্শন বটে।

সম্মানীত পাঠকবৃন্দের জন্য উপহার ঃ

বই সমূহের অনুবাদক ও লেখক ঃ মুহাম্মদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

* দু'আয়ে খাতমুল কুরআন- মূল ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া

এ বইখানাতে কুরআন খতম করার পর যে সকল দু'আ পড়া উচিত তারই সংকলন। দু'আ করার স্থান, কবুল হওয়ার সময় কুরআন ও হাদীস হতে অন্যান্য বহু দু'আ এ বইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাজারে প্রচলিত বই বা কুরআনের শেষে যে দু'আ রয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

* রসূলুল্লহ (সা) এর প্রতি সলাত পাঠ করার নিয়ম, স্থান ও ফযীলত –

* আম্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)

* হারাম রিযৃক

আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন, আর সূদ হারাম করেছেন। নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবানে আমরা কোন ব্যবসা হালাল তার নির্দিষ্ট না থাকলেও কোন ব্যবসা হারাম তার নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

* মহিলাদের একান্ত বিষয় ঃ

বর্তমানে যে হারে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আধুনিকায়নের ভূত চেপে বসছে, তাতে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে ধরণের বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের মনস্তাত্তিক ভাবধারা গড়ে উঠছে তা থেকে পর্দা উম্মোচন করাই মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম মানবজাতির সকল দিক জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম- এ কথার প্রমাণই হচ্ছে এ বই খানা।

* অন্য এক কুরআনের পরিচয় ঃ

আল্লহ পাক পবিত্র কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরবী ভাষায় নাজিল করেছেন। এ কুরআনের মত কোন কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত কেউ প্রস্তুত করতে পারবে না। কিন্তু হেদায়া নামক গ্রন্থের লেখক যদি তার লিখিত গ্রন্থকে কুরআনের মত বলে দাবী করে তবে একজন মুসলিম হিসেবে এবং কুরআনের বিশুদ্ধতা চ্যালেঞ্জ করার মত দুঃসাহস করার প্রতিবাদ করা নৈতিক দায়িত্ব বলে স্থির করে এ বিষয়ের উপর লিখিত একটি প্রমাণ্য গ্রন্থ যাতে হেদায়ার ভূল এবং বিশুদ্ধতার প্রশ্ন পাঠকগণের নিকট সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

*স্বপ্ন রহস্য ঃ

মানুষ স্বপ্ন দেখে। তার অর্থ জানার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর সে ব্যাকুলতার সমাধান হয়ে দাঁড়ায় বাজারের সস্তা বই। কিন্তু আসলে স্বপ্ন কি? এর অর্থ কি হতে পারে? স্বপ্ন দেখার আদব, যে স্বপ্ন দেখে তার কিছু নিয়ম, আর যার কাছে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইবে, সে কিভাবে বলবে? ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সমাধান এই বইটিতে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আহলে হাদীস সমাজে এর আগে কোন আলেম এই ধরণের বই লেখেননি বা অনুবাদ করেননি বিধায় এটাই প্রথম প্রয়াস।

*** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়্যত ঃ**

*** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলইহি ওয়া সাল্লামের হাসির মুহূর্ত**

***রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্নার মুহূর্ত**

রাসূল তার সারা জীবনে উম্মতের জন্য যে সকল অসিয়্যত করে গেছেন, তিনি কখন হেসেছেন, কখন কেঁদেছেন তা এক একটি বইয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল বই থেকে হুবহু বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

*** ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?**

বর্তমান মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় দু'টি দল শীয়া ও সুন্নী। এ দু'টি দল বহু বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তম্মধ্যে ইমাম হুসাইনের হত্যা বিষয়টি উল্লেখ যোগ্য। আসলে কে হুসাইনকে হত্যা করেছে? মুয়াবিয়া, ইয়াযিদ, ওবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ না অন্য কেউ? ---- সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন – ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?

*** ইমাম জাফরের সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা**

শীয়াদের মধ্যেও বহু দল উপদল রয়েছে। তম্মধ্যে সবচেয়ে কট্টরপন্থী হলো রাফেযীরা। তারা আলীকে নবী বলে মানেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহাবী বলে আলীকে মানেন। এমনকি নবীর হক্বদারও আলী তাদের এ ধরণের বিশ্বাস। তেমনিভাবে আলী আবু বকর ওমর উসমান সহ সকল সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এ ধরণের বিভিন্ন প্রশ্নে মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। যা ইতিহাসের পাতায় ইমাম জাফর সাদেক ও শীয়া রাফেযীর বাহাস নামে পরিচিত।

*** ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া ঃ**

একজন সাহাবী, একজন কুরআনের লেখক, একজন সম্মানীত ব্যক্তি যাকে ওমর ও উসমান রাজিআল্লাহু আনহুমা বিশ্বস্ত ও আমানাতদার মনে করেছেন? যিনি মুসলিম বিশ্বের প্রথম নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন? আসলে তিনি কেমন প্রকৃতির ছিলেন? আলীপন্থী শীয়ারা বা সকল শীয়ারা তার সম্পর্কে কি ধারণা রাখে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামাগণ এ ব্যাপারে কি বলেন? এ বইতে তাই আলোচনা করা হয়েছে।

*** আল্ল্যহ অবয়ব বিশিষ্ট (১)**

আল্লাহ সম্পর্কীত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বইখানাতে। আল্লাহ কোথায়, কিভাবে অবস্থান করে আছেন। আল্লাহ কে কিভাবে মানতে হবে সকল প্রশ্নের উত্তর বইতে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

*** ইসলামঃ মানুষের গতি কোন পথে? (২)**

সঠিক ইসলামী নীতি ও বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত আলোচনা বইখানাতে করা হয়েছে।

*** বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ পদ্ধতি ও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (৩)**

সকল মুসলিমের জন্য কুরআন পাঠ অবশ্যই ফরয। কিন্তু সকলেই বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারছেন না। যার কারণে শব্দের পরিবর্তনের কারণে অর্থও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। সওয়াবের চেয়ে গুনাহ বেশী হচ্ছে। তা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য বই খানা লেখা। (বই তিনটির লেখক ঃ আব্দুল লতীফ বিন ফজর আলী আকন)